আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী - ২৯ মে ২০০৩

বিশ্বজুড়ে কর্মরত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর নিঃস্বার্থ উদ্যোগ ও আত্মত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করে প্রথম আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী দিবস উদযাপিত হচ্ছে। পৃথিবীর বহু দেশে যুদ্ধরত দলগুলোর মাঝে সমোঝতা প্রতিষ্ঠা ও আর্তমানবতার কল্যাণে শান্তিরক্ষী বাহিনীর অবদানকে চিত্রিত করাই এই দিবস পালনের লক্ষ্য।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে একটি নতুন নিশান ও নতুন লক্ষ্যকে সামনে রেখে সেনা-সদস্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল- যাদের নাম দেয়া হয়েছিল শান্তিরক্ষী বাহিনী। মানব ইতিহাসে এ ধরনের মিশনের পূর্ব কোন নজীর নেই। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল মানুষের অন্তর্নিহিত অমঙ্গলকে মঙ্গঁল দ্বারা মোকাবিলা করা ও পরাভুত করা , অসহিষ্ণুতাকে সহিষ্ণুতা দিয়ে জয় করা; শক্তিমত্তাকে সমন্বয়ে পর্যবসিত করা এবং যুদ্ধকে শান্তির প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা।

সেই দিনের সেই শান্তিরক্ষা মিশনের চেয়ে বর্তমানের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম অনেক বেশী জটিল ও দুরূহ। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আজ বহুগুণে সম্প্রসারিত।

আমরা অবশ্যই শান্তিচুক্তি নিরীক্ষণ ও অসামরিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে এখনো কাজ করে যাচ্ছি।

আজকের শান্তিরক্ষী বাহিনীর কাজ বহুমাত্রিক। তারা পুলিশ বাহিনীর কাজ করছে; প্রশিক্ষণ দিচ্ছে এবং বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা তাদের কর্মের অন্তর্ভুক্ত। মানবাধিকার ও নারীর ক্ষমতা অর্জনের বিষয়গুলো নিশ্চিত করাও তাদের কাজ। কসোভো ও পূর্ব-তিমুরের প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণের দায়িত্বও তারা পালন করছে। আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় আফগানিস্থানের নতুন প্রশাসনকে তারা সহায়তা দিচ্ছে।

বর্তমানে শান্তিরক্ষী বাহিনীর সংখ্যা আনুমানিক ৩৭০০০। তারা তিনটি মহাদেশে ১৪টি অঞ্চলে কর্মরত। এরা এসেছে বিশ্বের ৮৯টি দেশ থেকে। গত অর্দ্ধশতাব্দীতে প্রায় ১৮০০ শান্তিরক্ষী প্রাণ হারিয়েছে। তবে কোন সংখ্যাই তাদের ত্যাগের মহিমাকে সম্যক উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। আজ আমরা তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া। শুধু শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না। তবে এর মাধ্যমে সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব। তার চেয়েও বড় কথা, শান্তিরক্ষা কার্যক্রম সংঘাত নিরসনে প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এতে শান্তি অন্বেষণের সুযোগ মিলে।

** ** **